শ্রমিক লীগের সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী

শিক্ষার্থীদের উসকানিদাতাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা

বঙ্গবন্ধুর ‘বাকশাল’ ছিল ঐক্যের প্লাটফর্ম

সংবাদ : নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

| ঢাকা , রোববার, ১০ নভেম্বর ২০১৯

প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা বলেছেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অর্থনীতির দ্রুত বিকাশের লক্ষ্যে দেশের সব শ্রেণীর মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করতে বাকশাল (বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক লীগ) গঠন করেছিলেন। বাকশাল ঐক্যের প্ল্যাটফর্ম ছিল। প্রধানমন্ত্রী বলেন, আন্দোলনের নামে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার্থীদের উসকানিকতার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে। গতকাল দুপুরে রাজধানীর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে আওয়ামী লীগের ভ্রাতৃপ্রতীম সংগঠন জাতীয় শ্রমিক লীগের ১৩তম জাতীয় কাউন্সিলের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির

বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। এর আগে প্রধানমন্ত্রী বেলুন ও পাঁয়রা উড়িয়ে এই সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের, শ্রম এবং কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বেগম মুন্নুজান সুফিয়ান এবং আওয়ামী লীগের শ্রমবিষয়ক সম্পাদক হাবিবুর রহমান সিরাজ, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) কান্ট্রি ডিরেক্টর তুয়োমো পটিয়াইনেন, আন্তর্জাতিক টেড ইউনিয়ন কনফেডারেশন এশিয়া প্যাসিফিকের (আইটিইউসি-এপি) সাধারণ সম্পাদক শোভা ইওশিদা এবং দক্ষিণ এশিয় আঞ্চলিক ট্রেড ইউনিয়ন কাউন্সিলের সাধারণ সম্পাদক লক্ষ্মণ বাহাদুর বাসনেতা সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন। শ্রমিক লীগ সভাপতি শুক্কুর মাহমুদের সভাপতিত্বে কার্যকরী সভাপতি ফজলুল হক মনুট শোক প্রস্তাব পাঠ করেন এবং সাধারণ সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম স্বাগত বক্তব্য রাখেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের উসকানিদাতাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আন্দোলনের নামে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালগুলোতে অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টির জন্য দায়ীদের কঠোর সমালোচনা করে বলেন, উসকানি দিয়ে শিক্ষার্থীদের ভুল পথে নেওয়াকে কেউ মেনে নিতে পারে না। যারা বিশ্ববিদ্যালয়য়ের শিক্ষার্থীদের উসকানি দিচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হবে। তিনি বলেন, সবাইকে মনে রাখতে হবে উচ্চ শিক্ষার

এসব প্রতিষ্ঠান সরকার অর্থে পরিচালিত হয়। প্রধানমন্ত্রী বলেন, উসকানি দিয়ে শিক্ষার্থীদের বিপদগামী করে আবার মিষ্টি মিষ্টি কথা বলা কখনও মেনে নেয়া যায় না। আর তা যদি করতে হয় তাহলে নিজেদের অর্থ নিজেদের জোগান দিতে হবে। বিশ্বের আর কোথাও বাংলাদেশের মতো এত স্বল্প খরচে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ নেই উল্লেখ করে তিনি বলেন, একজন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়–য়া শিক্ষার্থীর মাসে শিক্ষা ব্যয় দেড়শ' টাকার বেশি হয় না। যদি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যান তবে, দেখবেন কত লাখ টাকা লাগে প্রতি সেমিস্টারে। প্রায় দুই থেকে আড়াই লাখ টাকা খরচ হয় এক একজন শিক্ষার্থীর পেছনে। প্রকৌশল বা কারিগরি শিক্ষায় আরও বেশি টাকা খরচ হচ্ছে। কাজেই সেখানে শৃঙ্খলা থাকতে হবে।

স্বাধীনতা ভালো কিন্তু তাহা বালকের জন্য নহে : দেশের কয়েকটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের সাম্প্রতিক আন্দালন প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, কথায় বলে স্বাধীনতা ভালো কিন্তু তাহা বালকের জন্য নহে। এটাও মাথায় রাখতে হবে। দাবি মেনে নেয়ার পরেও ক্ষেত্র বিশেষে শিক্ষার্থীদের আন্দোলন অব্যাহত রাখার যৌক্তিকতা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া এবং শিক্ষার সময় যেন নষ্ট না হয়। উপযুক্ত সময়ে তারা ভাল রেজাল্ট করবে এবং তারা জীবনকে সুন্দরভাবে গড়ে তুলবে, সেটাই আমরা চাই। তিনি বলেন, দেশের আইনে আছে কেউ যদি কারও বিরুদ্ধে

অভিযোগ তোলে এবং সেটা যদি প্রমাণিত না হয় অভিযোগকারির ঐ আইনে বিচার হয়, সাজা হয়। কাজেই যারা কথা বলছেন তারা আইনগুলো ভালোভাবে দেখে নেবেন। তিনি বলেন, আমরাও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী ছিলাম এবং পড়াশোনা করেই এতদূর এসেছি। এটাও ভুলে গেলে চলবে না। যে বাংলাদেশে '৭৫-এর পরে প্রতি রাতে ক্যু হতো। যেখানে হত্যা, ক্যু, ষড়যন্ত্রের রাজনীতি চলতো সেই বাংলাদেশ বিগত প্রায় এক দশকে অনেক দূর এগিয়েছে-এমন অভিমত ব্যক্ত করে করেন প্রধানমন্ত্রী তিনি বলেন, আজকে যারা বড় বড় কথা বলেন তাদের কোনদিন ঐ সামরিক শাসকদের বিরুদ্ধে কথা বলতে শুনিনি বরং তাদের পদলেহন করতেই দেখেছি, এটা হলো বাস্তবতা।

সাইক্লোন মোকাবিলায় সর্বাত্মক প্রস্তুতি : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, সরকার সাইক্লোন 'বুলবুল' মোকাবিলায় ও জনগণকে রক্ষায় সব ধরনের প্রস্তুতি নিয়েছে। সাইক্লোনের পর পরই ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সরকার প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে। সাইক্লোনে যেন বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতি না হয়, সে জন্য সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতে প্রধানমন্ত্রী জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।

বাকশাল ছিল ঐক্যের প্ল্যাটফর্ম : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অর্থনীতির দ্রুত বিকাশের লক্ষ্যে দেশের সব শ্রেণীর মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করতে বাকশাল (বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক লীগ) গঠন

করোছলেন। বাকশাল ঐক্যের প্ল্যাটফর্ম ছিল। প্রধানমন্ত্রী বলেন, অর্থনীতির দ্রুত বিকাশের লক্ষ্যে দেশের সব শ্রেণীর মানুষকে নিয়ে একটি জাতীয় ঐক্যের ডাক দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু। এই ঐক্যের নাম বাকশাল। তিনি বলেন, দেশ স্বাধীনের পর যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের শিল্প কারখানাগুলো নতুন করে চালু করা হয়েছিল। কৃষক শ্রমিককে দেশের অর্থনীতির মূল ভিত্তি বিবেচনা করে বাকশালের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতির মুক্তি দ্রুত করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল।

বিকেলে সম্মেলনের দ্বিতীয় পর্বে রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে সংগঠনের নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি ঘোষণা করা হয়। নতুন সভাপতি নির্বাচিত হন ফজলুল হক মনুট, সাধারণ সম্পাদক কেএম আযম খসরু এবং কার্যকরী সভাপতির দায়িত্ব লাভ করেন মোল্লা আবুল কালাম আজাদ। সারাদেশের ৭৮টি জেলা কমিটির প্রায় ৮ হাজার কাউন্সিলর এবং ডেলিগেট এবং কয়েকটি দেশ থেকে আমন্ত্রিত অতিথি এবং শ্রমিক নেতারা সম্মেলনে যোগ দেন। উল্লেখ্য, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৯ সালের ১২ অক্টোবর দেশের সর্ববৃহৎ শ্রমিক সংগঠন জাতীয় শ্রমিক লীগ প্রতিষ্ঠা করেন।